আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন

আগষ্ট ৩য় সপ্তাহ ২০১৮ইংরেজী।

আল ফিরদাউস

হিন্দুস্তান

ভারতের স্বাধীনতা দিবসে দিল্লির জামা মসজিদে জোরপূর্বক জাতীয়তাবাদী পতাকা উত্তোলন করেছে উগ্রবাদী হিন্দুরা। মুসলিমদের বিরুদ্ধে পবিত্র মসজিদে ঐদিন তারা বিভিন্ন উসকানিমূলক স্লোগানও দিয়েছে!

এদিকে, এনআরসির নামে বাঙ্গালী মুসলিম জনসাধারণকে রীতিমত হেনস্তা করছে ভারতীয় পুলিশ ও হিন্দু জনতা। সম্প্রতি ভারতের আসাম রাজ্যে মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম নামে একজন মুসলিম স্কুলশিক্ষককে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বিদেশী নাগরিক বলে জেলে বন্দী করে রেখেছে আসাম পুলিশ। জানা গেছে, খাইরুল ইসলামের মতই আরো প্রায় ১০০০ মানুষকে তথাকথিত বিদেশী নাগরিক বলে আটকে রাখা হয়েছে আসামের ৬টি বিদেশী বন্দীশালায়! এ ধরণের ঘটনায় আটক হওয়া লোকদের বেশিরভাগই কথিত বাংলাদেশী মুসলিম! ভারতীয় সংবাদমাধ্যম '*ওয়ান ইন্ডিয়া*'-এর বরাতে জানা যায়, ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজ্য সরকার যোগী আদিত্যনাথ ঈদুল আজহায় প্রকাশ্যে কোরবানি ও ড্রেনের মধ্যে রক্ত ফেলাকে নিষিদ্ধ করে এবং ঈদে সংরক্ষিত প্রাণী কোরবানি না করার উপর গত শনিবার এক ভিডিও কনফারেন্সে উগ্র হিন্দু যোগী আদিত্যনাথ নির্দেশনা জারি করে। আবার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে ভারতী পুলিশ বাহিনীর এক সদস্য একজন ইমাম সাহেবকে মসজিদের লাউডস্পিকার দিয়ে এই কথা বলতে বাধ্য করছে যে, 'কুরবানি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ!' এভাবেই সারা ভারত জুড়ে মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় কাজ কর্মের উপর নানা অজুহাতে নিষেধাজ্ঞা চালাচ্ছে উগ্রবাদী হিন্দু সরকার ও জনতা। মুসলিমরা মাঠে ময়দানে নামায পড়বে, প্রকাশ্যে কুরবানী করবে এটাও সহ্য হয় না উগ্র হিন্দুদের।

এসকল উগ্র হিন্দুরা কেবল নিষেধাজ্ঞা জারি করেই ক্ষান্ত হয়নি, বেল্ট-লাঠি এবং ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম জনসাধারণের উপর। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের বরাতে জানা যায়, ভারতের উত্তরপ্রদেশের শ্যামলিতে 'গো-রক্ষক দল'-এর হিন্দুত্ববাদী কর্মীরা শামশেদ এবং শেহজাদ নামে দুইজন মুসলিম যুবককে শ্যামলিতে গরু স্থানান্তরের অভিযোগ আরোপ করে বেল্ট এবং লাঠি দ্বারা বর্বরোচিতভাবে মারধর করেছে। তারপর, পুলিশ এসে নির্যাতনের শিকার দুই মুসলিম যুবককেই গ্রেফতার করেছে! এদিকে, পবিত্র ঈদ-উল-আজহার দিনে ভারতের ঝাড়খণ্ডের একটি গ্রামে ঈদ উদযাপনের সময় পুলিশের হামলায় বহু মুসলিম আহত হয়েছেন। ২২শে আগস্ট গত বুধবার ঈদের দিনে ঝাড়খণ্ডের পাকুর জেলার দাঙ্গা পাদা গ্রামে স্থানীয় সময় বেলা

সাড়ে ১১টার দিকে পশু কোরবানিকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। স্থানীয় গ্রামবাসীর অভিযোগ, ঈদের দিন জনসমক্ষে পশু কোরবানিতে বাধা দেয় পুলিশ। এসময় গ্রামবাসীরা তার প্রতিবাদ করলে পুলিশ তাদের উপর চড়াও হয়ে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের হামলায় কমপক্ষে সাতজন গ্রামবাসীকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের রুহতাকে ঈদ-উল-আযহার দিনেই একটি মুসলিম পরিবারের বাড়িতে হামলা করেছে উগ্রবাদী হিন্দুরা। একটি গরুর বাছুর হত্যা করার অভিযোগ আরোপ করে তারা এ হামলা চালায়। গো-রক্ষক হিন্দুদের ধারণা গরুর বাছুরটিকে ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষ্যে কুরবানি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু, গ্রামবাসীর বক্তব্য হলো- বাছুরটি ইয়ামিন খুখার নামে একজনের কন্যাকে আঘাত করে আহত করায়, ইয়ামিন বাছুরটিকে লাঠি দ্বারা আঘাত করেছিলেন। এতে, কিছুদূর যাওয়ার পর বাছুরটি মৃত্যুবরণ করে। হিন্দুদের হামলার আশংকায় আগেই ঐ গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ইয়ামিন খুখার। হিন্দুরা তার বাড়িতে সত্যিই হামলা করে এবং পরে বাছুরটিকে মুসলিমদের কবরস্থানে জোরপূর্বক কবরস্থ করে গ্রামবাসীকে নির্দেশ দেয় যেন সেখানে গরুর জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা হয়। এদিকে, ঘটনাটির ব্যাপারে জানানোর জন্য পুলিশ স্টেশনে গেলে ইয়ামিনের ভাই ইয়াসিন এবং আরো একজন স্থানীয় ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, ভারতের দখলীকৃত জম্মু-কাশ্মীরেও ঈদ-উল-আজহার দিনে একই ধরণের আরো একটি ঘটনা ঘটিয়েছে ভারতীয় মুশরিক সেনারা।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে একজন যুবককে কয়েকজন হিন্দু যুবক মিলে নির্মমভাবে মারধর করছে। ভিডিওতে যুবকটির শরীরের বিভিন্ন অংগে লাঠি দ্বারা আঘাত করতে দেখা যায় হিন্দু যুবকদের।

এদিকে, বাংলাদেশের মাগুরায় সভাপতির পদ না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে মাদরাসার দুই শিক্ষককে কুপাল আ'লীগ নেতা !

আওয়ামীলীগ বর্তমানে একটা সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতা আর অর্থের মোহে যেকোন অপরাধ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। কারণ তারা জানে যতবড় অপরাধই করুক না কেন, দলীয় ক্ষমতার জোরে কোন জেল জরিমানা হবে না। আর গ্রেফতার করবে পুলিশ! বরং পুলিশই তো তাদেরকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাতে

নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে রাখে। এ ধরণের ক্ষমতার জোরেই মাগুরার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শহর আলি ও তার সহকর্মীরা একটি মাদরাসার পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদে নির্বাচিত হতে না পেরে প্রতিষ্ঠানটির সুপার ও সহকারী শিক্ষককে কুপিয়ে জখম করেছে বলে জানা গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় দুই শিক্ষককে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ আগস্ট) বিকালে মাগুরার শালিখা উপজেলার জুনারি মহিলা মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় হামলাকারীরা দুই শিক্ষকের কাছ থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা ও মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেয়। স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার শালিখা উপজেলার জুনারি মহিলা মাদরাসায় পরিচালনা কমিটির সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনটিতে সভাপতির আসন না পেয়েই মাদরাসার দুজন শিক্ষককে কুপিয়ে জখম করে আওয়ামী লীগের ঐ নেতা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

এদিকে, জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী নানা অপরাধের সাথে জড়িত থাকার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। মাদকনির্মূল অভিযানের নামে তারা দেশের অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকেও হত্যা করেছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু, পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাই মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধের সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে। মাদকদ্রব্য পাচার, মাদক গ্রহণ এবং ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত থাকায় পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু আইনের পোশাক পরে ছদ্মবেশী এই পুলিশ সমাজ আরো যে কত অপরাধ কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে তার অধিকাংশই তথাকথিত আইনের বাইরে থেকে যাচ্ছে! মানুষ হত্যা, ঘুষ, গুম, চাঁদাবাজি, ধর্ষণসহ সকল ধরণের অপরাধের সাথেই জড়িত এই পুলিশবাহিনী! তাই, জনগণের নিরাপত্তার জন্য যাদেরকে নিয়োজিত করা হয়েছে, সেই পুলিশবাহিনীই জনগণের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে!

আফগানিস্তান

গত ১৭ই আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত আমেরিকার হুকুমে পরিচালিত আফগানিস্তানের কাবুল প্রশাসনের সেনা এবং আগ্রাসী আমেরিকান সেনাদের উপর ইসলামী ইমারতের যোদ্ধাদের চালানো 65টি হামলায় প্রায় ২৬৪ আফগান সেনা হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে নিহতই হয়েছে প্রায় ১৬৭ সেনা। বিপরীতে, ইসলামী ইমারতের ৫ জন যোদ্ধা শাহাদাতবরণ করেছেন ঐসকল হামলায় এবং আহত হয়েছেন আরো ৯ জন। এছাড়া ৫ আফগান সেনাকে গ্রেফতার করেছেন ইসলামী ইমারতের যোদ্ধারা এবং আরো ৪৯জন আফগান সেনা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইসলামী ইমারতের সাথে যোগদান করেছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। শত্রুদের প্রায় ২০টির মত চেকপোস্ট ও সামরিক ঘাঁটিতে তালেবান যোদ্ধারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আমেরিকার তাবেদার আফগান সেনাদের থেকে তালেবানরা ৫৩টি ক্লাশিনকোভ, বিভিন্ন ধরণের ১৯টি মেশিনগান, ৩টি মোটরবাইক ও ১০টি বাহনসহ বিপুল পরিমাণ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র গণিমত হিসেবে লাভ করেছেন।

এদিকে, কৌশলগতভাবে গজনী শহরে কিছুদিন হামলা বন্ধ রাখার পর পুনরায় হামলা শুরু করেছেন তালেবান যোদ্ধারা। বিশেষ কিছু অঞ্চল থেকে জনসাধারণকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে তালেবানদের পক্ষ থেকে।

অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের উপর আমেরিকা এবং কাবুল প্রশাসনের যৌথ হামলায় ১০জন সাধারণ মুসলিম শাহাদাতবরণ করেছেন এবং আহত হয়েছেন আরো অনেক মুসলিম। এছাড়া ৩২জন নিরপরাধ মুসলিমকে গ্রেফতারও করেছে আমেরিকা-আফগান জোট!

চীন

চীনের উইঘুরে কমিউনিস্ট চীন সরকার কর্তৃক পাশবিক নির্যাতনের কথা একজন উইঘুর মুসলিম শিশু নিজের মুখে বিবৃত করেছে। শিশুটি বলেছে:- চীন সরকারের পাশবিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আমি আমার মা ও বোনের সাথে আমাদের মাতৃভূমি চীন ছেড়ে তুর্কিতে এসেছি। তারা আমাকে আমার বাবার থেকে জোর করে পৃথক করেছে এবং তাকে জেলে পাঠিয়েছে। অথচ,আমার বাবা কোনো অপরাধ করেননি এবং কোনো অপরাধের সাথে যুক্তও ছিলেন না।আমি আমার বাবাকে তিন বছর ধরে দেখিনা।

এরকমই আরো কত যে শিশু তার জীবিত পিতা-মাতাকেই দুচোখে বহুদিন যাবৎ দেখছে না তার হিসাব বের করা অতি কঠিন!
পবিত্র হজ্ব পালন করতে যাওয়া চীনের দুই মুসলিমগণ ঐতিহ্যবাহী উইঘুর 'এটলাস' পোশাক পরিধান করেছেন, প্রকৃতপক্ষে চীনের কমিউনিস্ট সরকার তাদেরকে এই পোশাক পরিধান করতে বাধ্য করেছে যেন বিশ্ববাসীকে তারা দেখাতে পারে যে , চীন উইঘুরদেরকে হজ্ব করার অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু, বাস্তবতা হলো- ইসলাম চর্চার অপরাধে লক্ষ লক্ষ উইঘুর মুসলিম ক্যাম্প অথবা কারাগারে!!!

সৌদি আরবের

সৌদি আরবে চলমান হক্কপন্থী উলামায়ে কেরামকে গ্রেফতার অভিযান অব্যহত রাখা হয়েছে। যারাই সৌদি সরকারের বিন্দুমাত্র সমালোচনার দৃষ্টিতে কথা বলবে, তাদেরকেই গ্রেফতার অভিযানের তালিকায় রাখা হচ্ছে! এরই ধারাবাহিকতায় এবার গ্রেফতার হলেন পবিত্র মক্কা নগরীর মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতিব শাইখ সালেহ আত তালিব হাফিজাহুল্লাহ। জানা গেছে সম্প্রতি শায়েখের একটি লেকচারে সৌদি সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে গ্রেফতার করে। অনলাইনে ঐ লেকচারটির অডিও প্রকাশিত হয়, যার কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ হলো- আপনারা আল্লাহর নাফরমান এবং যারা এই সমাজের মধ্যে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে চালু করছে তাদেরকে বয়কট করুন। যা আমাদের পূর্বসূরি বড় বড় উলামায়ে কেরামগণ বলে গেছেন। ঐ সমস্ত মানুষদের অনুষ্ঠানকে বর্জন করুন যাদের কর্মপদ্ধতি সন্দেহযুক্ত, আর যারা নারীদেরকে রাস্তায় বের করে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সের অনুমতি দেয়, যারা নারীদেরকে উলঙ্গপনার দিকে আহবান

করে, যারা নারী-পুরুষকে অবাধে মেলামেশার দিকে উৎসাহিত করে বর্তমান সমাজে ফাসাদ শুরু করেছে, তাদেরকে বয়কট করুন । যারা নেশাযুক্ত পানীয়কে বৈধতা দান করে তাদেরকে বয়কট করুন । আপনারা পরিপূর্ণভাবে গান-বাজনা এবং কমেডি, কৌতুক ও সিনেমার অনুষ্ঠানকে বয়কট করুন । যদিও যারা এই সিনেমা ও কমেডি চালু করেছে তারা এটাকে নিছক বিনোদন মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, এটা কেবল বিনোদন নয় বরং এই সিনেমার অনুমোদন দ্বারা একমাত্র উদ্দেশ্য হল পশ্চিমা চিন্তা-চেতনাকে লালন করা এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পশ্চিমা আদর্শ ও নীতিকে ঢুকিয়ে দেওয়া। যে নাচ গানের এবং কমেডি নাটক সিনেমার অনুমোদন একেবারে ইসলামী নেই। ইসলামী নীতিতে এই কাজ হারাম, ইসলাম এর অনুমোদন প্রদান করে না । তাদের এই অসৎ উদ্যোগ পবিত্র এই ভূমির জন্য লজ্জাজনক বিষয়, এবং এই পবিত্র ভূমিকে লাঞ্ছিত করার শামিল, তাদের এই অসৎ উদ্যোগ ভবিষ্যতের জন্য ভয়াবহ পরিণতির সংকেত, এক সময় আসবে যখন এই বেহায়াপনাই ‘কুদওয়াতুন লিশাবাব’ তথা যুবকদের মাঝে উত্তম মডেল হিসাবে স্থান পাবে।

জানা যায়, শায়েখের এই বক্তব্যের কারণেই সৌদি সরকার মসজিদুল হারামের সম্মানিত এই ইমামকে গ্রেফতার করেছে!

এদিকে, পূর্বে গ্রেফতার হওয়া ৬জন আলেম ও শিক্ষাবিদদের বিরুদ্ধে সৌদি সরকার শীঘ্রই গোপন ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

সোমালিয়ার আল কায়েদা শাখা হরকাতুশ শাবাব

আল-কায়েদা সোমালিয়ান শাখা হরকাতুশ শাবাবের যোদ্ধারা গত সপ্তাহে সোমালিয়ায় আফ্রিকান জোটের উপর ১৩টি হামলা করে ২৩ সেনাকে হত্যা করেছেন। আহত করেছেন আরো ৬ সেনাকে। গত সপ্তাহে চালানো হামলাগুলোর মধ্যে বিশেষ হামলাটি ছিল সোমালিয়ার নিম্ম শ্যাবলীর মিরকা শহর পুনরুদ্ধারের জন্য চালানো হামলা। গত ১৯শে আগস্ট হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা সোমালিয়ার নিম্ম শ্যাবলীর মিরকা শহর পুনরুদ্ধারের জন্য অপারেশন শুরু করেছেন। চলমান লড়াইয়ে যোদ্ধাদের বিস্ফোরণ হামলায় ১২ কুফফার সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা যায়।

ইয়েমেন

সৌদি জোটের হামলায় বর্তমান সময়ে বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় চলছে ইয়েমেনে।
দেশটিতে হুতি বিদ্রোহীদের দমনের নামে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের হামলায় অগণিত মুসলিম হতাহত হচ্ছে। তবু এ ধরণের অমানবিক হামলা বন্ধ হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। সৌদি আরবের চালানো হামলার কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ মৌলিক দ্রব্যসামগ্রী প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আল জাজিরার সংবাদদাতা জানান , ৮৪ লাখ ইয়েমেনি অনাহারের সম্মুখীন। তার বাইরে বহু লোক একবেলা সামান্য খাদ্যে দিন অতিবাহিত করছেন। ঐ সংবাদদাতা আরো জানান, ১ কোটি ৮০ লাখ ইয়েমেনবাসী ভালো, পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত। অনেক শিশুরা ডায়রিয়া, কলেরা, ডিপথেরিয়াসহ বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যাদের জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন।

এদিকে, ইয়েমেনে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে ২টি হামলা চালিয়ে ৫ সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছেন ইয়েমেনের আল-কায়েদা শাখা আনসারুশ শরীয়ার যোদ্ধারা।

.

সিরিয়া

সিরিয়া থেকে হৃদয়বিদারক এক ঘটনা শুনাচ্ছেন সন্তান হারানো এক পিতা! তিনি বলতেছেন- ‘আমরা ছিলাম ২৬জন, আমার সন্তানদের মধ্য থেকে ৮জন নিহত হয়েছে, আমার একভাইয়ের ৮ সন্তান এবং আরেক ভাইয়ের ৬ সন্তান নিহত হয়েছে!’ তিনি আরো বলেন-“ এমনকি, আমার মেয়ের কেবল মাথা এবং দেহের কিছু অংশ আমি পেয়েছিলাম, আমি সেগুলো একটি ব্যাগে রাখি এবং সবগুলোকে একসাথে করি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা’য়ালার প্রতি আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। তবে, আমি ঈদের

দিন ভেঙ্গে পড়ি, আমার বাড়িতে কোন মেয়ে নেই! কেউ নেই! হে আল্লাহ! কেউই নেই!!

এদিকে, *এএফপি* বার্তাসংস্থার বরাত দিয়ে *ইয়াহু নিউজ* নামে একটি ওয়েবসাইট জানিয়েছে, রাশিয়া বলেছে- সিরিয়াতে তাদের ৬৩০০০-এর অধিক সেনা যুদ্ধ করছে। যাদের মধ্যে, ৫,৭৩৮ উচ্চপদস্থ অফিসার, ৪৩৪জন জেনারেল, ৪,৩৪৯জন গোলা/রকেট স্পেশিয়ালিস্ট রয়েছে। তারা আরো জানিয়েছে যে, সিরিয়ার মাটিতে এ পর্যন্ত ৩৯০০০ হামলা করে ৮৬০০০ সুন্নি মুসলিমকে তারা হত্যা করেছে।

ইয়াহু নিউজ আরো জানিয়েছে, ২০১১ সাল থেকে শুরু হওয়া সিরিয়া যুদ্ধে ৩৫০,০০০-এর অধিক মানুষ নিহত হয়েছে এবং বাস্তুচ্যুত হয়েছে আরো কয়েক মিলিয়ন মানুষ।

ফিলিস্তিন

গত ১৭ই আগস্ট শুক্রবারে বিক্ষোভ করে ফিলিস্তিনি মুক্তিকামীরা। ঐদিন, গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফা এলাকার পূর্ব দিকে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে সাদি আকরাম মুয়াম্মার নামে ২৬বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি নিহত হন। এর আগে দূর থেকে নিশানা করে ইহুদীবাদী ইসরায়েলি সেনার করা গুলিতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ৩০বছর বয়সী করিম আবু ফাতায়ার নামে আরেক ফিলিস্তিনি। এছাড়া ইসরায়েলিদের ছোঁড়া গুলি ও টিয়ারগ্যাসে আক্রান্ত হয়ে এদিন আহত হয়েছেন তিন শতাধিক ফিলিস্তিনি নাগরিক।

মিডলইস্টমনিটর-বার্তাসংস্থার বরাতে জানা যায়, ফিলিস্তিনী বন্দী সমিতি (PPC) নামে একটি সংগঠন সম্প্রতি জানিয়েছে, ফিদাআ ইখলায়্যিল নামে ২২ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনী মেয়েকে পুনরায় গ্রেফতার করেছে ইসরাঈলী দখলদার বাহিনী! পিপিসি'র এক আইনজীবী জানিয়েছেন, ফিলিস্তিনের হেব্রুনের অধিবাসী ইখলায়্যিলকে ইসরাঈলী দখলদার বাহিনী ৬ মাসের জেল দিয়েছিল। ইতিমধ্যেই, ইখলায়্যিল ১ বছর সময় ইসরাঈলী জেলে অতিবাহিত করে, কিন্তু যেদিন তাকে মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল সেদিনই আবার তাকে গ্রেফতার করে ইহুদিবাদী ইসরাঈলী সেনারা! বার্তা সংস্থাটি আরো জানিয়েছে, ইসরাঈলী দখলদার বাহিনী গত ২৩শে আগস্ট গাজা

উপকূলে চারজন ফিলিস্তিনী জেলেকে আটক করেছে এবং তাদের নৌকাগুলোও জব্দ করেছে। জানা গেছে, ইসরাঈলের যুদ্ধজাহাজ থেকে ফিলিস্তিনীদের নৌকা লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয় এবং পরে নৌকাটি জব্দ করে ৪জন ফিলিস্তিনীকে গ্রেফতার করে দখলদার ইহুদী ইসরাঈলী বাহিনী!

এদিকে, ফিলিস্তিনের উত্তর পশ্চিম তীরের দক্ষিণে অবস্থিত মাদামা গ্রামে একজন ফিলিস্তিনী মেষপালককে গুলি করে আহত করেছে দখলদার ইসরাঈলী বাহিনী। স্থানীয়দের বরাতে জানা যায়, চারটি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়া ঐ ফিলিস্তিনী রাখালের নাম হলো ইমাদ ইব্রাহীম জিয়াদেহ। স্থানীয় বার্তাসংস্থাগুলো আরো জানিয়েছে, ইমাদ ইব্রাহীম জিয়াদেহ নামক ফিলিস্তিনী রাখালকে হামলা করার উদ্দেশ্য নিয়ে দখলদার ইসরাঈলীদের ২০সদস্য মাদামা গ্রামে ছুটে আসে এবং কৃষিভূমিগুলোতেও আগুন ধরিয়ে দেয়!